শ্রীগুরু স্মরণে

শ্রীমতী প্রভা বসু (ঝুপি)
হুগলী

"সেই মহাপুরুষ যাঁকে স্মরণ ক'রে আমাদের জীবন কাটছে"।

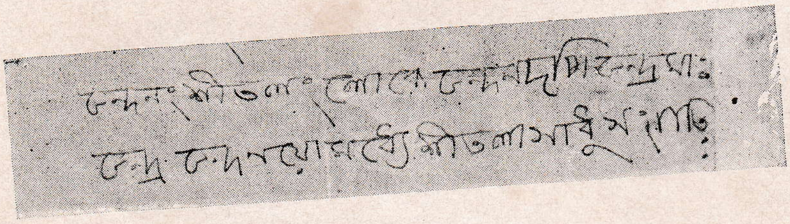

"বেদান্ত ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রী বাবা শ্লোক লিখছেন।"

প্রকাশকের কথা

গৃহস্থ ভক্ত কিভাবে পুজো ক'রে আরাধ্য দেবতাকে প্রণাম করবেন, বা স্মরণ করবেন, সে কথা ভেবে আকুল হন। কেউ মন্দির তৈরী করে দেন, কেউ দরিদ্রনারায়ণ সেবা করান, কেউ তীর্থ ভ্রমণে গুরুদেবকে সঙ্গদান করেন, কেউ আশ্রম পরিচালনায় দৈনন্দিন খরচেরকিছু অংশদেন, কেউ কেউ ধুতি শাড়ী কম্বল দান করেন, কেউ বা আশ্রমবাসী হয়ে গুরুদেব যে সব কথা বলে গেছেন তাঁর অনুসরণে ব্রতী হন।—এইভাবে যার যে রকম সামর্থ্য সে সেইভাবে আত্মপ্রসাদ লাভের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

শ্রীমতী প্রভাবসু (হুগলীর 'ঝুপি, বললেই যাঁর পূর্ণ পরিচয় ভক্তদের মধ্যে হয়ে যায়) শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজকে স্মরণ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে, জীবিতকালে মহারাজকে অসংখ্যবার প্রণাম করেও আশা তাঁর মেটেনি—তা তাঁর এই লেখাটা পড়েই বোঝা যাবে। লেখাটি শুধু কালি দিয়ে লেখা নয়। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের সান্নিধ্য পেয়ে এঁরা যে কতটা কৃতার্থ হয়েছিলেন, হৃদয় দিয়ে লেখা প্রত্যেকটি লাইনে তার নিদর্শন তিনি রেখেছেন।

শ্রীশ্রী মহারাজ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ভাষায় লিখতে পারতেন, লেখার সময়ে বানান বা ব্যাকরণ ইত্যাদিতে বেশী নজর অনেক সময়ে দিতেন না। কখনও আমরা দেখেছি ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়েও কাগজ পেন্সিল নিয়ে কোনভক্তকে কিছু আশীর্বাদ লিখে দিয়েছেন। তাঁর লেখার ওপর আমরা খবরদারি করি, এটা আমাদের মন মানে না। আমরা কয়েকটা সংস্কৃত ও বাংলা লেখা হুবহু এই পুস্তিকায় প্রকাশ করলাম—সে সব লেখায় আপাতদৃষ্টে ও আধুনিকতায় বানান বা ব্যাকরণে শুদ্ধ মনে না হলেও, হস্তাক্ষর অপরূপ না মনে হ'লেও তাঁর গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাধু সমাজ গর্বিত। শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ৩১।১।৭৪ সালে শ্রীশ্রীবাবার সম্বন্ধে লিখেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি—

"বর্তমান শতাব্দীতে তিনি এক অন্যতম প্রকট বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রাচীন সাধক ছিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে বহুলব্ধপ্রতিষ্ঠ, বিদ্বান, ধর্মপ্রাণ, পিপাসুজন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার জীবন সাধনার গভীর পাণ্ডিত্যের ধর্মপ্রাণতা ও লোককল্যাণ কৃত উদার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ও অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।"

প্রকাশক

২

আমার প্রথম দর্শন

আমার বয়স তখন ১৬ বছর, ১৩৪৩ সাল, পৌষ কি মাঘ মাস হবে। আমি খুব অসুস্থ, তখন সুশীল কাকার (অর্থাৎ ৺সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) মায়েরও খুব অসুখ। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী বাবা'র পরম ভক্ত। কাঁচড়াপাড়া থেকে তাঁরই অনুরোধে বাবা এসেছিলেন তাদের দর্শন দিতে, তখনই সেই পরম সুদর্শন ঋষির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত, আমার অসুখ নিরাময় করে দেবার জন্যে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিনি প্রথমে আমায় দেখলেন ও আশির্বাদী বিভূতি দিলেন, বললেন, মাদুলি করে গলায় পরতে। আশ্চর্য্য ক্ষমতা সেই বিভূতির তারপর থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাই।

আজ ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই মনে পড়ে সরস্বতী নিজে যদি লেখক হন, 'সিন্ধু' যদি মসী হয় এবং বৃক্ষ-শাখা যদি লেখনি হয় তবে শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা সম্ভব। আমি দীর্ঘদিন তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম তাঁর স্মৃতিবিজড়িত অনেক ঘটনাবলীর সামান্য কিছু পরিচয়; এমন অনেকে আছেন যাঁরা বাবার বিষয়ে সামান্যই জানেন, তাদের সামনে পৌঁছে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব যদিও বাবা বলতেন, 'তোরা মেয়েদের জাত, যখন একসঙ্গে থাকবি, আমার কথা নিয়ে বলাবলি করবি, তবে তাঁর এত করুণা আমরা পেয়েছি, পাছে আমাদের জীবনের সঙ্গে সেটা লোপ পেয়ে যায় তাই লোভ সামলাতে পারছি না।

তাঁর চেহারা ছিল অপূর্ব মাধুর্য্যে ভরা। ঠিক যেন রাজার মত, একটা স্বচ্ছ স্বাভাবিকতা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হত কোন সমস্যা যত দুরূহই হোক না কেন, তার কানে পৌঁছে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম তিনি ছিলেন আমাদের সবার আপনার জন প্রথমে কাঁচড়াপাড়ায় হৃষিকেশবাবুর বাড়িতে খুব যেতেন যখন হুগলীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়নি, তখন তিনি সুশীল কাকার বাড়ী এবং ৺বিজয়গোপাল মুখার্জীর বাড়িতে খুব আসতেন এবং থাকতেন, কখনও ৮ দিন কখনও ১০ দিন কখনও বা একমাস পর্যন্ত থাকতেন। দুপুরে ও সন্ধ্যায় বেদান্ত ব্যাখ্যা হত, কাঁচড়াপাড়ায় অন্ধ কবিরাজ মশাই ছিলেন, বেদান্তের ব্যাখ্যাকার দিনের বেলায় ৩।৪ টে অবধি এবং রাত্রি বেলায় ২।৩ অবধি ব্যাখ্যা চলত, কি আশ্রমে কি কারও বাড়িতে বেদান্ত ব্যাখ্যার সময় তাঁর জ্ঞান থাকত না। তখন থেকে মা, আমি, আমার দিদি, বুবু, তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছিলাম, তাই যখন তখন যেতে পেতাম না তবে তাঁর অসীম স্নেহ ও আদর লাভ করেছিলাম এ সময় তিনি মৌনী ছিলেন সব কাজ ইসারা করতেন তবে কী সুন্দর তাঁর ইসারা এমন ছিল, যেন মনে হত

তিনি কথা বলেই সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে··· তিনি তখন তামাক খেতেন, নলের ডগায় যে কলকে থাকত আমাদের কলকে ধরে দাঁড়াতে বলতেন—সব কাজটাই ইসারায় হত। পরে ১৯৬০ সাল নাগাদ তিনি তার মৌনী ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন।

১৩৫৪ সালের ১২ই মাঘ হুগলীতে বাবার একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক মহাশয়। আশ্রমে বিভিন্ন লোক আসতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন কলকাতা থেকে প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা বিভিন্ন ভক্তদের মধ্যে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাঃ সনৎ ঘোষ, সুষমা মাসীমা, কান্তি মাসীমা এঁরা, শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদান্ত ব্যাখ্যাও একটা স্বর্গীয় জিনিস ছিল তিনি যখন মৌনী অবস্থায় ছিলেন, তখন বেদান্তের শ্লোক লিখে লিখে দিতেন মোহরবাবু, কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হরিপদ চ্যাটার্জী, শাস্ত্রী কাকা গনেশ বাবু, মাখনলালবাবু এরা সবাই বেদান্ত শ্লোক ব্যাখ্যা করতেন দারুণ গরমেও পাখা বন্ধ করে দিতে বলতেন পাছে কোনরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যার সময় গানও হত, মায়াদি তার অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিত এ ছাড়া আসরে নচিকেতা, মানিকবাবু, সন্তোষদা, উৎপলাদি, সতীনাথদা, দ্বিজেনদা, করুণা, বুলাদি এরাও অংশগ্রহণ করতো। বাবা ভাবে বিভোর হয়ে গানে তন্ময় হয়ে যেতেন কখনও কখনও ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন এ সব অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি খুব মনক্ষুণ্ণ হতেন একবার কোন্নগরে গেছি বাবার কাছে, ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছে, তখন ট্রেনে ছিনতাইএর বহরটা খুব বেড়েছে, ভয়ে ভয়ে বাবাকে প্রণাম করে চলে আসবার অনুমতি চেয়েছিলুম ব্যাপারটাতে মোটেই খুশি হননি তিনি একটু বকাবকি করে বললেন, "যার দিনকাল খারাপ, সেটা তার জন্যেই—তোমার জন্য নয়। তুমি যে রকম আস, তেমনই আসবে" একা একা যাওয়া আসা মোটেই পছন্দ করতেন না তিনি সঙ্গে কেউ থাকলে খুশী হতেন।আসর শেষে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন থাকত যারা আশ্রমে ব্যাখ্যা শুনতে আসতেন বা অংশগ্রহণ করতেন, তাদের সবার জন্য দুবেলা খাবার-দাবারের আয়োজন থাকত, তাঁর কৃপা অসীম, এমন দিন আসত যেদিন খাবার বেশী করা নেই সেই দিন অথচ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাঁর কৃপায় সকলেরই তাতে কুলিয়ে যেত।

বাবা যখন যখন আশ্রমে আসতেন, তখন ভক্তশিষ্যদের বাড়িতেও মাঝে মাঝে থাকতেন।৺বিজয়বাবু, ৺সুশীল কাকা, ৺মোহরলাল সিংহ এদের বাড়িতে তিনি খুব আসা যাওয়া করতেন মোহরবাবুর স্ত্রীকে বাবা খুব স্নেহ

করতেন উনি বাবাকে দু'বেলা খাইয়ে দিতেন। আশ্রমের ভূমিদাতা বিশ্বনাথ বাবু, অতি যত্ন সহকারে বাবার সেবা শুশ্রূষা করতেন।তাঁর পরিবারের সকলেই বাবার সঙ্গে আশ্রম বাস করতেন।আশ্রমে শনিবার ও রবিবার খুব ভিড় হত রবিবার দিন শক্তি কাকাই বেশী বেদান্ত ব্যাখ্যা করতেন রাত্রিতেও শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন তার বিদেশী শিষ্য-ভক্তরা এলে বাবা তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে বলতেন আমাদের, একবার লক্ষ্ণৌ থেকে ব্যানার্জীদা, ও আরও ক'জন এসেছেন, আরও এসেছেন বাবার প্রিয় শিষ্য মুকুল দা, বড়মা, প্রিন্সিপ্যালদা। হঠাৎ ভব ও বুবু বাড়ি গিয়ে খবর দিয়েছে বাবার আদেশ যা রান্না হয়েছে এখুনি নিয়ে যেতে হবে আশ্রমে। বেশী রান্না মাছের হয়েছে।কিন্তু আশ্রমে তো মাছ খাওয়া হয় না তখন কী আর করা বেলা তখন ১টা। তাড়া, হুড়ো করে কোনক্রমে কিছু লুচি আর ভাজা তৈরী করে নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে ক্ষোভে, দুঃখে কেঁদে ফেলেছি তিনি কিন্তু শান্তভাবে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোর তো কোন দোষ নেই মা ! যার পক্ষে জনার্দন, তার আবার ভয় কিসের রে ?

এমনিতে বাবা আমাদের বাড়িতে খুব কমই এসেছেন তবে মা বা বাবার অসুখ বিসুখের সংবাদ পেলে অল্প সময়ের জন্য হলেও দেখা দিয়ে যেতেন, মা ও বাবাকে তিনি ভীষণ স্নেহ করতেন মাকে তিনি বলতেন 'ধর্মরাজ' আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সব। কোন সমস্যা এলে আমরা তাঁকে জানাতাম, তিনি মন দিয়ে সব শুনতেন—সমাধানও করে দিতেন। আমাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ে, বুবু'র ছেলের হাতে খড়ি, মীরা ও কৃষ্ণার ছেলেদের অন্নপ্রাশন, এ সবই তাঁর আদেশ মত হয়েছে। তিনি নিজে হাতে করে ওদের ছেলেদের খাইয়ে দিয়েছেন আরও বলেছেন, এই সঙ্গে আরও কিছু লোককে হাতজোড় করে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবি আর খাওরা শেষে এঁটো পাতা তুই নিজে হাতে পরিষ্কার করবি, তাঁর উপদেশ আমরা মাথা পেতে নিতাম, রূপার বিয়ে বাঙ্গালোরে হওয়ার কথা হচ্ছিল, আমাদের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাবার ইচ্ছে কলকাতার মধ্যে কোথাও হোক্ শেষ পর্যন্ত তাই হলো,অন্যান্যদের মধ্যে মামার মেয়ে সুধা, পান্না, সমর এরাও আমাদের সঙ্গে বাবার কাছে যেত এবং ওরাও বাবার যথেষ্ট কৃপা পেয়েছে বিশেষ করে সমরকে তো বাবা খুবই পছন্দ করতেন এবং ওর উপর খুব ভরসা রাখতেন কোন কোন সমস্যার সময় বলতেন 'সমরকে বোলো' বা সমরকে এটা জানিয়ে

রেখো। বুবুর বাড়িতে বাবার পায়ের ধুলো পড়েছে অনেকবার। বাবা, বলতেন, 'বর্ধমান হোল আমার হলটিং স্টেশন'। বুবুকে বলতেন 'যোগী ঋষিরা যাকে ধ্যানে পায় না, তোর কাছে সস্তা হয়ে গেছি'। ওর মেয়ের বিয়েতে বাবার আদেশে অনেক ভক্ত শিষ্য বর্ধমান গিয়েছিল খুব আনন্দ হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে।

দীপ্তি এবং সমীর যখন জয়পুরে পাহাড়ী ক্যাম্পে থাকত, তখন ওদের মা 'বুবু' খুব ভয় পেত আর বাবাকে খালি বলত যাতে ওদের কোন বিঘ্ন না হয়, বাবা অভয় দিয়ে বলতেন 'জঙ্গলে কি ভগবান নেই'? দাদা (পিলু) বেশ কিছুদিন ধরে যখন অসুস্থ ছিলেন তার জন্যও মার খুব ভয় হোত, মা খালি বলতেন কি করে পিলুকে রেখে যাব? তিনি অভয় দিয়ে বলতেন 'তুমি নিশ্চিতে থাক পিলুকে রেখে যাবে সাধুবাক্য কখনও মিথ্যে হয় না' কোন্নগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর আমাদের যাওয়াও একটু কমে গিয়েছিল তাই ঠাকুরের সঙ্গে দর্শন হত মাঝে মাঝে তবে বেশীর ভাগ রবিবারই আমরা তাঁর কাছে যেতাম উনি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যার সময় ভাবে বিভোর হয়ে বলতেন, দেখেনে দেখেনে পরে আর দেখতে পাবিনে, মুক্তিনাথ আর আমি অভেদ—এই জ্ঞান করিস। মাঝে মাঝে অনেকদিন পরে পরে দেখা হলে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে রসিকতা করতেন কখনও কখনও বাঁশবেড়িয়ার আমাদের পৈত্রিক ইঁট ভাঁটায় যেতেন ও ৪।৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের সমস্ত-সমস্যা দূর করে দিতেন। তিনি যে আমাদের কী ভালবাসতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিছুদিন তাঁর সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন। হুগলীর আশ্রমে থাকার সময় প্রত্যেক দিন তাঁর চুল বেঁধে দিয়েছি, দুপুরে খাইয়ে দিয়েছি বড়মাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে বলতেন। বড়মা ছোটমা এখনও আমাদের খুব স্নেহ করেন। আমাকে, মাকে, বুবু, ভব, অনেককে সঙ্গে নিয়ে বাবা কেদার, বদ্রীনারায়ণ ও পুরীধামে ঘুরিয়ে এনেছেন। বাবা বলতেন আমি সারা ভারত ঘুরেছি, কিন্তু ধর্মরাজ পরিবারের মত কোথাও দেখিনি। তিনি আমাদের পরিবারের জামাইদের পর্যন্ত প্রশংসা করতেন। সৌভাগ্যক্রমে মা, বাবা থেকে শুরু করে আমার দাদা বৌদি, দাদাভাই, বৌদিভাই, ভবতোষবাবু, প্রিয়, তোতা, বিশুবাবু, জামাইবাবু, ভব, শোভন, পার্থ, সুনীল, কৃষ্ণা, রূপা, শংকর, গৌতম, সুধা, পান্না, অরুণাদি, বাব্‌লি, ঝুনু, রত্না, দীপ্তি, গোপাল, মামা, মামীমা, লীতু মনু, পলাশ, সমর, মীরা, হীরেন, সবাই বাবার

অপার কৃপা পেয়েছে। এদের মধ্যে সমর ও মীরা বিশেষভাবে বাবার সান্নিধ্যে এসেছে। আমারের সাথে গল্প করতেন—সবগুলোই ছিল উপদেশে ভরা। সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। যে কথা হয়ত আমায় বলেন নি, অন্যকে বলেছেন, আর বলতেন, 'তোরা যখন বড়ি দিস, প্রত্যেকটাতে আলাদা করে নুন দিস না একেবারে সমস্ত ডালে নুন দিস আমিও তাই। প্রভুর অপার করুণা রুগ্ন ছেলেকে রেখে মা, জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুর ২।৩ মিনিট আগে মাশুয়ে শুয়ে বলছেন ৺জয়গুরু মুক্তিনাথ হরিবোল। পাশে যারা ছিল তাদেরও বলেছেন বল, তোমরাওবল। হরিবোল। জয়গুরু মুক্তিনাথ। বলতে বলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, ১৩৮৩ সালের ১৫ই কার্ত্তিক।বাবার কথা কার্যকরী হল তার ৫ মাস পরে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে ও হাসতে হাসতে দাদাও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। বাবা যখন বাইরে যেতেন, আমাদের চিঠিদিতেন, সে সব চিঠি এখনও আমাদের কাছে আছে তার অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল ্রচুর। একবার মামার খুব অসুখ হয়। শেষ পর্যন্ত হার্টস্ট্রোক্ হয়ে প্যারালিসিস্ হয়ে যায়। কিন্তু বাবাই বিভূতি দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। ইচ্ছামাত্র তিনি সব কিছু করতে পারতেন। বুবুর অসুখে বুবুকে কোন্নগরে নিজের কাছে ১ মাস রেখে ভাল করেন।

শ্রীশ্রী বাবার করুণার কথা আমার সামান্য বুদ্ধিতে লেখার ক্ষমতা ে ই। তবে মনে হয়, এ পরিবারে তাঁর কথা অমর হয়ে থাকুক। কোন এক সময় আমাকে হুগলীতে একখানা গেরুয়া চাদর গায়ে জড়িয়ে দিলেন, বললেন, "তুই কুমারী শুক্লাসন্ন্যাসিনী" তোর জনম সার্থক হোক্। মানুষের কর্ম নিয়েই বিচার হয়রে। আরও বলতেন, "টাইটোপর পড়ে রবে, কর্ম নিয়ে বিচার হবে।" তখন পৌষ মাসের শেষের দিক, ১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী। একবার ৮দিনের মধ্যে কোন্নগরে যেতে পারিনি। রান্নার ঠাকুর নেই বাড়িতে। মন খুব অস্থির হচ্ছিল বাবার জন্যে। বাবা ওদিকে মীরাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন সকাল বেলায় তাঁর কাছে যাবার জন্যে। আবার ফোন এল। আমি আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি মীরা বাবার কাছে বসে আছে। মীরা বাবাকে ডেকে বলল, "বাবা, মাসী এসেছে" বাবা অভিমান করে বললেন, "না ও 'ঝুপি' নয়" তারপর ডেকে বললেন "কতদিন আসিস্ নি ভাই" দেখি খুব কাশছেন বল্লাম, বড্ড কাশি হয়েছে যে আপনার, বললেন, "এ সাধুর শরীর, শাস্ত্রমূর্তি নিদানকালে কফ, বাত পিত্ত যদি না হয়, তাহলে শাস্ত্র মিথ্যে হবে যে।" সে কি কান্না! যেন শিশুর মত। অজুকে ডেকে

খাবার দিতে বললেন। আমি নিজেই চা আর আলু ভাজা করে এনে দিলাম। একটুখানি খেলেন, বাকীটা প্রসাদ দিলেন বললেন, আমি ফিরে এসে তোকে একখানা ঘর করে দেব, সেখানে তুই থাকবি। পয়সা লাগবে না। তখন কি বুঝতে পেরেছি যে ঐ দেখাই শেষ দেখা। তারপর আমাকে একটু বিভূতি দিলেন বললেন সবাইকে দিতে ও যখন কমে যাবে বিভূতি তৈরী করে ওর সঙ্গে মিশিয়ে নিবি। এত রকম আভাস দিয়েছেন। তবু কি বুঝেছি এই শেষ বলা। আরো বললেন, দেহের পরিণাম জানিস? দেহ শৃগাল কুকুরের ভক্ষ, পুড়ে ছাই হয়, পচে দুর্গন্ধ হয় এই হল দেহের পরিণাম।

ঐ বছরেই মাঘ মাসের একদিন সকাল ৮টার সময় বাবার একশিষ্য ফোনে আমায় জানালেন, গত ১২ই মাঘ তারিখে রাত্রি ১টার পর লক্ষ্ণৌতে বটুদার বাড়িতে বাবা দেহ রেখেছেন। সেদিন সকাল থেকে আশ্রম প্রাঙ্গণে আকাশ থেকে ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে চন্দনবৃষ্টি হয়েছিল। সকাল থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত যাঁরা আশ্রমে উপস্থিত ছিল তারা সেই চন্দনের পরশ পেয়েছিল। পরে লক্ষ্ণৌ থেকে বাবার পবিত্র দেহ কোন্নগর আশ্রমে এনে সমাধিস্থ করা হয়। এখন তাঁর ২জন ব্রহ্মচারী শিষ্য সুভাষদা ও অজুই আশ্রম পরিচালন করে। হুগলীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছর ১২ই মাঘ দিনটাতে মুক্তিনাথের উৎসব হয়।

আমাদের পরিবারে শ্রীশ্রীবাবা বহুবার বহু চিঠিপত্র লিখেছিলেন—তার কিছু কিছু অংশ এই পুস্তিকায় প্রকাশ করা হল। মুখ্যতঃ এই·চিঠির অংশ-গুলি স্থায়ীভাবে রাখার জন্য এই পুস্তিকার প্রকাশ। আমাদের অবর্তমানে ছোট ছোট কাগজ কোথায় চলে যাবে, এইটুকু লিখে রাখার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদি বলেছি বাবা একটু কৃপা করবেন, তখন বলেছেন কৃপা তোমাকে করেই আছি। বলেছেন শিশিরপড়া দেখেছিস্‌, বলেছি বাবা শিশির পড়া দেখা যায়না। ঘাসে পাতায় পড়ে থাকে দেখেছি। বলেছেন কৃপা ঐ রকম দেখা যায় না, শ্রীশ্রীবাবার কথা বলে শেষ হয় না। আমরা যদি কোন কারণে দেরী করে আশ্রম যেতাম তখন বলতেন তোরা কেউ ১৬টার সময় কেউ ১৮টার সময় আসবি! ক্ষুধার্থীরা তোর জন্য বসে আছে। তাঁর কি কাজের লোকের অভাব ছিল? তা নয় যাতে বেশীক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থাকি তাই এত স্নেহ তাঁর। অত স্নেহ জীবনে কারুর কাছে পেয়েছি কিনা জানিনা।

সকলকে যত্ন আদর করা, খাওয়ান পছন্দ করতেন। অল্প খাবার দিলে

বলতেন শিশির চাটলে কি পেট ভরে ভাই। কৃপণতা একেবারে পছন্দ করতেন না। যেমন চেহারা মহারাজের মত তেমনি স্বভাব রাজার মত। মাঝে মাঝে দুএকটি গান করতেন। বসে দুই হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে গাইতেন।

"গুরু ভালবেসে সঙ্গে মিশে
ফিরিয়ে দেবেন মন"

আর বলতেন গুরু পদে মতি রাখ ভাই
ভক্তি ও বিশ্বাস দিয়া
তার জ্ঞান আঁখি ফুলিবে
দেখিতে পাইবে আনন্দে পুরাবে হিয়া"

তাঁর মুখে শুনেছি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। আমরা তাঁকে সেতার বাজাতে দেখেছি আশ্রমে। একবার সরস্বতী পূজার দিন সেতার বাজাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল স্বয়ং সরস্বতীর হাতেই যেন বীণা।

তিনি সব সময় উপদেশ দিয়ে কথা বলতেন। আমাদের বলতেন সব সময় ঠোঁট নাড়বি, উঠতে বসতে শুতে। নামে কৃপা ভরা আছে। জীবনের যতটুকু সময় তিনি তাঁর সঙ্গ করিয়েছেন তাইতে সেই কবির কয়েকটি গানের লাইন মনে পড়ে—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায়না বুঝিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে

শ্রীশ্রী বাবার উপদেশ লেখা

ওঁ তৎসৎ ওঁ

মা, ভগবানের **স্মরণ** নিবে সুখে থাকিবে
মা কল্যাণ **হইবে শরণ** নিয়ে যা।
ঈশ্বরের কোলে বসে স্ত্রী পুত্র কন্যা ধনদৌলতের দিকে
মানুষ তাকায়, **ঠাকুরের দিকে** তাকায় না।
উদয় হই **প্রেমিকের কাছে**।
আনন্দ আনন্দ ভরপুর
কেবল তরঙ্গ ওঠে
ভগবানের চরণ প্রাপ্তির দুই উপায়
দান এবং **ধ্যান**।
নামের ভিতরে কৃপা ভরা

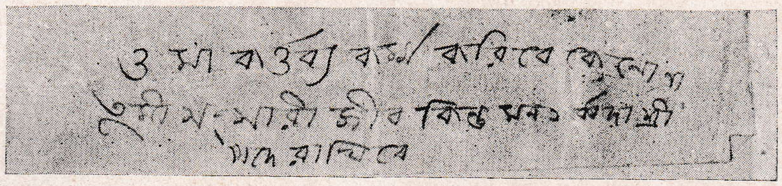

ও মা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে কেবল
তুমী সংসারী জীব কিন্তু মন সদা শ্রী
পদে রাখিবে

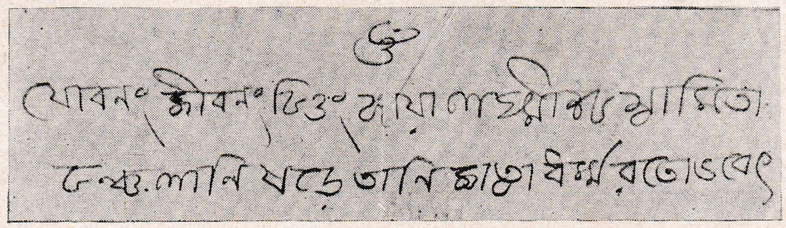

ওঁ
যৌবনং জীবনং চিত্তং ছায়া লক্ষ্মীশ্চ স্বামিতা
চঞ্চলানি ষড়েতানি জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরতো ভবেৎ

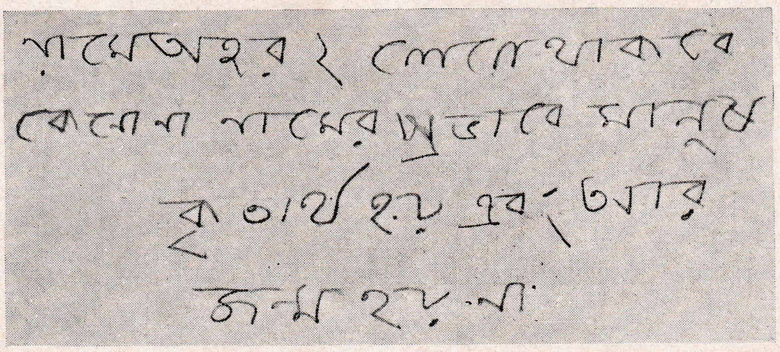

নামে অহরহ লেগে থাকবে
কেবল নামের প্রভাবে মানুষ
কৃতার্থ হয় এবং তার
জন্ম হয় না

"শ্রীশ্রী বাবার সর্বদাই যে চিন্তাধারা হৃদয়ে সঞ্চালিত হোত কোন কোন সময়ে দূর থেকে চিঠিতেও তা জানাতেন।"

৺সুশীলকাকা, শক্তিকাকা, ৺মোহর কাকার স্ত্রী. শ্রীশ্রীঠাকুর, ছোটমা, বৌমা ও জনৈক ভক্তকে আহারাদির সময়ে দেখা যাচ্ছে।

সুবিদি, অরুণাদি, ঝুপি, বুবু, ধর্মরাজ, বৌমা, সেজমা বিমলাদি হৃষিকেশ-বদ্রীনারায়ণের পথে।

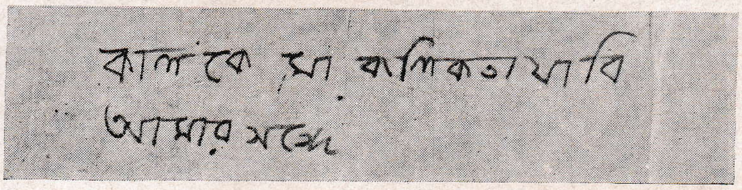
কালকে মা কলিকাতা যাবি
আমার সঙ্গে

তখন মৌনী ছিলেন—ধর্মরাজ মাকে হঠাৎ একটি
কাগজে লিখে দিলেন।

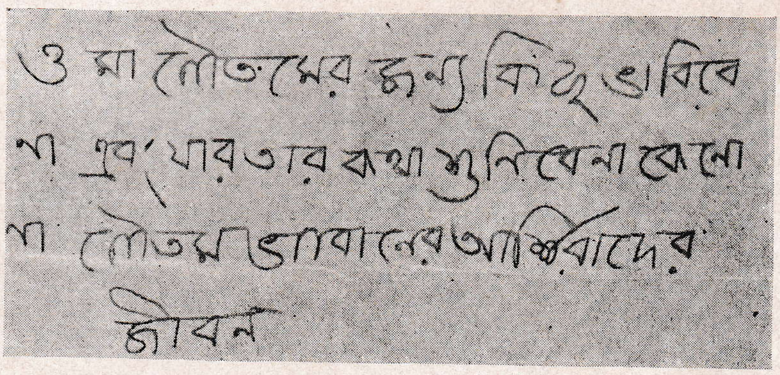
ও মা গৌতমের জন্য কিছু ভাবিবে
না এবং যারতার কথা শুনিবেনা কেন
না গৌতম ভগবানের আশির্বাদের
জীবন

ঝুপির ভ্রাতুস্পুত্র গৌতম ৬।৭ বছর বয়সে জীবন মরণ
অসুস্থতায় ছিল–সেই সময়ে
শ্রীশ্রী বাবার লেখা—তখন মৌনী ছিলেন।

সবার প্রিয় মহিমাণ্বিত গুরুমহারাজের কোন্নগর আশ্রমে
সমাধিক্ষেত্রে "শেষ ছবি"

হুগলীস্থিত শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি আশ্রম ও মুক্তিনাথের মন্দির
এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিবসে ১৯৭৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী—
এই পুস্তিকা 'শ্রীগুরুস্মরণে' প্রকাশিত হল।

সবার প্রিয় মহিমাণ্ডিত গুরুমহারাজের কোন্নগর আশ্রমে
সমাধিক্ষেত্রে "শেষ ছবি"

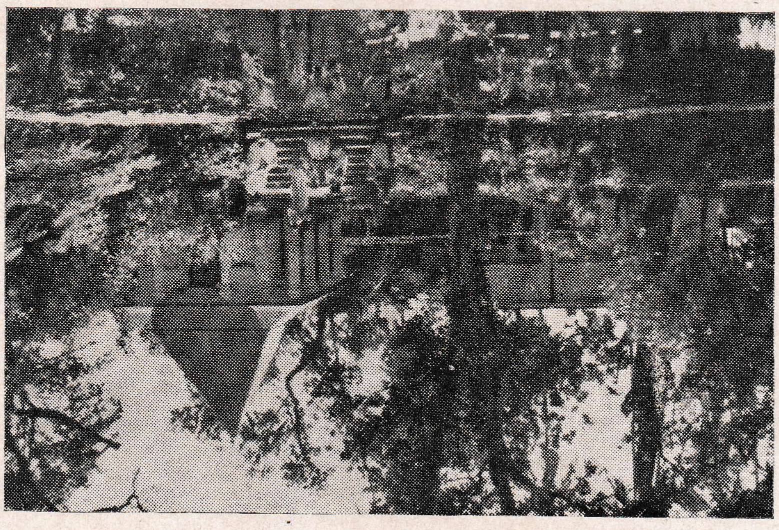

হুগলীস্থিত শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি আশ্রম ও মুক্তিনাথের মন্দির
এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিবসে ১৯৭৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী—
এই পুস্তিকা 'শ্রীগুরুস্মরণে' প্রকাশিত হল।

জন্ম মরণ **হরণ করি** নিই।

যে আমার স্মরণ নেয়।

বখত **চলা যাতা** হায়

অতঃ উর্দ্ধ্বনে সংশয়

শ্রী **মুখ বাক্য**

ছাড়ো যদি দাগাবাজী কৃষ্ণ পেলেও পেতে **পারিস**।

বুড়ি **ছুঁইয়ে থাক**

ও মা বুড়ি ঝুপি পত্র পাঠ করিয়া আশ্রমের সকলকে এবং বিজয়গোপালকে খবর দিবে কিংবা সুশীলের কাছে বলিয়া দিবে যে বিজয়কে খবর দিয়ে আসিবে পত্র পাঠ করিয়া সকল বিষয়ের কথা খোঁজ করিয়া বিজয় যেন উত্তর সত্বর দেয়।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

মা কল্যাণ মস্ত শুভয়ো কুশল মস্ত জানিবে আমি ভালোই আছি। আশা করি বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছো, আশীর্বাদ করি যেন তোমাদের মতি নিরন্তর ভগবৎ চরণে প্রেম হয়।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

ওঁ

ও মা পদ্মমতি এবং বাবা ভোলানাথ, বিশ্বনাথ বুড়ি বুবু ঝুপি গৌতম আর সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। আশা করি তোমরা বাবা মুক্তি নাথের কৃপায় ভালই আছ। আশীর্বাদ করি যেন তোমাদের মতি ভগবানের চরণে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হোক। ইহাই আমার আশীর্বাদ। কেন না মানুষ দুর্লভ জন্ম পেয়ে ভগবানের চরণে মতি যেন রাখো এবং তাহাই কল্যাণের পথ। উহা হইতে আর কল্যাণ মার্গ নাই ইহলোকে এবং ও লোকেও ভালো হয়। ইহা যেন ভুল না হয়। মা সুশীলাকে নিশ্চয় পাঠাইবে। আশ্রম নিবাসীর সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। তার করিয়াছি মিতার নামে, মোহরকে আসিতে বলিবে। তাহার কোন খবর পাই নাই। ও মা পত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিবে। শক্তিকুমারের শরীর ভালো যাইতেছে না। তাহা সুশীলের পত্র হইতে জেনেছি। আশীর্বাদ যেন শক্তি সত্বর ভালো হইয়া যায়।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

১৭ই জুন ১৯৬৮

উভয়ো কুশল মস্তু

ও মা পদ্মমতি, পীলু ঝুপি নাতি নাতনীরা সবাইকে আমার আশীর্বাদ। বউমাকে আশীর্বাদ দিবেন। মা পদ্ম তোমার ধর্মে মতি রহে, ঐ আমার আশীর্বাদ জানিবেন। মা সকল বিষয়ে আপনার কল্যাণ হইবে। মা ঐ আমার আশীর্বাদ জানিবে। বুড়ি বুবু গৃহে সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন ও পদ্মমতি মা আমার, মা-গায়ত্রীকে আশীর্বাদ, আশ্রম নিবাসীকে সবাইকে আশীর্বাদ।

জৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে সপ্তমী তিথি — শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ গিরি

'কালিকানন্দ গৃহে **সবাইকে আশীর্বাদ** দিবেন মাগো'

২০. ১০. ৫৯

শুভ-কল্যাণমস্তু

ওমা পদ্মমতি গৃহে সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাবে। বাবা ভোলা-নাথকে আশীর্বাদ দিবে।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীমতি মা পদ্ম, শ্রীভগবানের চরণে মন সর্বদা স্মরণ করিবে। কেন না ভগবানের চরণ কমলে সর্ব দুঃখ মোচনকারী এবং মোক্ষদায়ক। আমি ভাল আছি।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

যে কোনো বই হোক না কেন, শাস্ত্রের প্রমাণ না দিলে শোভিত হয় না। দর করিলে কি লাভ হয়, কখনও হয় না, কেনা চাই।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্ব দর্শিনঃ ॥

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভুতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি ॥

বাবা ভোলানাথ এবং মা পদ্মমতি বিশ্বনাথ ঝুপি বুড়ি বুবু গৌতম আর গৃহে সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আমি ভালো আছি। আশা করি তোমারা বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় সবাই ভালো আছো। সুশীলকে পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ, ভোলানাথকে দিও, সকলের কল্যাণ হইবে।

'শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৪

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলংকৃষ্ণ কিমস্তুতম্

হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গনয়ামিতে

সত্যপি ভেদাগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্

সামুদ্রো হি তারঙ্গঃ ক্বচন ন তারঙ্গো হি সমুদ্রঃ ॥

"আশীর্বাদ পাঠাইলাম বাবাকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া দিবে"

ওঁ হৃদয় কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং

হরিহর বিধিবেঘং যোগিভির্ধ্যানগম্যাম্

জননমরণ ভীতিভ্রংশি সচ্চিদানন্দ স্বরূপং

সকলভুবন বীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥

চেলাবাবার মারফতে ১৯৬৪

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

উভয়ো কল্যাণমস্তু

বুড়ি ঝুপি তোমাদের পত্র পাইয়া সকল বৃত্তান্ত বুঝিলাম। তোমরা সবাই সুখী আছ। এই সুখ সংবাদ পাইয়া মুক্তিনাথের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমাদের সর্বদা কল্যাণ হোক। বাবা ভোলানাথ ভাল হইয়া যাইবেন। তোমরা কিছু চিন্তা করিও না। আশ্রমে সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। মিতার আসিবার কথা, তাহা আজ পর্যন্ত কোনো খবর পাই নাই, আসিবে ছবি নিয়ে কিংবা ছবি পাঠাইবে। তাহার উত্তর কোনো প্রকার পাইতেছি না।

ইতি শুভ কল্যাণমস্তু

জৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীমতি মা পদ্ম, আমার আশীর্বাদ জানিবে, মা আমি আশীর্বাদ করি যেন মা আমার সত্বর নিরোগী হন। এই আমার আশীর্বাদ এবং শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বদা যেন মতিগতি থাকে এবং ভগবৎ সাধনে যেন।

মা আমার বিমুখী যেনো না হন।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎ সৎ

উভয়ো কুশল মস্তু

ও মা ধর্মরাজ এবং পীলু ঝুপি বুড়ি বুবু সবাইকে আমার আশীর্বাদ ও মা ধর্ম্মরাজ আশীর্বাদ করি মায়ের সর্বদা কল্যাণ হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ গিরি

শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী

ওঁ তৎ সৎ

উভয়ো কুশলমস্তু

ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা।
ভাতি তদ্‌বাসনা জন্যে স্বপ্নে তদ্‌ভাসতে তথা।

ও মা পদ্ম মতি পীলু বুড়ি বুবু ঝুপি এবং বউমা, নাতি নাতনিরা মায়ের গৃহে সকল বিষয় কল্যাণ হইবে। বাবা মুক্তিনাথের আশীর্বাদ মায়ের কোন বিষয় সকল প্রকার চিন্তা থাকবে না। মা তুমি ভগবানের চরণে প্রেম ভক্তি বর্দ্ধতা বাহক, তুমি তো যে রকম মায়ের দেখিলাম তাহা মাকে দিনে আরও প্রেম বাঢ়ং ভগবানের চরণ কমলে বিনা কে কল্যাণ পেয়েছে, তাইতে মা চরণে স্মরণ নে। ও মা গায়ত্রী মাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে আর আশ্রম নিবাসীকে আমার আশীর্বাদ।

ইতি শুভ কল্যাণমস্তু

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ গিরি

ওঁ তৎ মৎ ওঁ

১৯৪৮

শ্রী ভোলানাথ শ্রীমতি পদ্মদেবী বিশ্বনাথ ঝুপি তোমরা সবাই আমার আশীর্বাদ জানিবে। আমি ভালো আছি। আশা করি বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি সোমবারে বম্বে মেলে যাইবার আশা করি। সেদিন তোমরা আসিবে।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামী

হরি ওঁ তৎ যৎ ওঁ ১৯৪৮

ও মা ঝুপি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং শ্রী ভগবানের চরণে বিশ্বাস রাখিবে এবং তাহার চরণ স্মরণ করিবে। কেন না চরণ স্মরণ বিনে এ জীবের কল্যাণ কোথা ? ঐ দুর্ল্লভ জন্ম অবহেলায় হারাইও না,এমন জন্ম আর হইবে না, জগতে সেইজন সুখী, যে জনের শ্রী ভগবানের চরণে মতি গতি আছে, গীতায় ভগবান নিজে মুখে বলিয়াছেন যে জন আমায় অনন্য মনে স্মরণ করে তাহার যতো প্রকার রোগ শোক আমি সবই দূর করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি এবং তাহার নিকটে সস্তা হই এমন তাহার নামের মহিমা জানিবে। ইতি শুভ উভয়ো কুশলমস্তু।

শ্রীস্বামী মাধবানন্দ

ঝুপি তোমাকে যাহা বলিয়াছি সে সুশীল লিখিয়া দিবে হোমের মন্ত্র তাহা রবিবারে রবিবারে হোম করিবে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

২২শে মে ১৯৫২

উভয়ো কল্যাণমস্তু

বাবা ভোলানাথ পদ্মমতি বিশ্বনাথ বুড়ি ঝুপি তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং গৌতম এবং গৌতমের ছোট ভাই সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় আশা করি সকলেই ভালো আছো। আমি এক রকম ভালোই আছি। রাস-বিহারীকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে।

ইতি শুভ কল্যাণমস্তু

শ্রীমাধবানন্দ স্বামি

ওঁ তৎ সৎ ওঁ   ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৪

বাবা ভোলানাথ এবং শ্রীমতি পদ্মরানী ঝুপি বিশ্বনাথ গৌতম এবং সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। মা তোমার কল্যাণ হইবে। আশ্রম নিবাসীকে আমার আশীর্বাদ দিবে। মিতা মনোহর সুবোধ কাকিমা সোনা চিত্তরঞ্জন সকলকে আশীর্বাদ করি যেন তোমাদের সকলের কল্যান হোক।

শ্রীমাধবানন্দ স্বামি

শক্তিকুমার মোহর সিংহ সকলের গৃহে আমার আশীর্বাদ জানাইবে কালিকানন্দের গৃহে আশীর্বাদ। সকলের কল্যাণ হোক।

প্রফুল্লকুমার শীল মোহন মান্না শিবু সুভাষ সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিবে।

ওঁ তৎসৎ

ও মা পদ্মমতি আশীর্বাদ করি মায়ের গৃহে সর্বদা কল্যাণ হইবে, পীলু ঝুপি এবং নাতিরা সকলের কল্যাণ এবং দীর্ঘজীবিভব, মানুষকে ধর্ম সর্বকালে রক্ষা করেন এই জেনে মানুষের কার্য্য করা উচিত। মাকে আর বিশেষ কি বলবার আছে, মাকে জেনে রাখ্, ধর্মোরক্ষতি ধর্মকা মিতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে, ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ পক্ষে দশমী। শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ গিরি

ভবকে আমার আশীর্বাদ দিবে মা এবং সমর মীরাকে আমার আশীর্বাদ দিবে।

কুলদানন্দ এবং নিতাই তোমরা দারোগা বাবুরা সবাই মিলে আশ্রম দেখা শুনা করিবে, এই আদেশ পালন করিবে। সেজোমাকে জানাইবে পদ্মমা এই পত্রখানি কুলদানন্দ এবং নিতাইকে পড়াইবে।

আমার ছোট বোন **বুবুকে লেখা** কয়েকটি চিঠি

ওঁ তৎসৎ ওঁ

আশীর্বাদ

ও মা বুবু তোমার মার নিকটে সবই তোমার শরীরের দুঃখের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করি যেন বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় মা তুমি সত্বর ভালো হইয়া যাইবে, ইহাই আমার আশীর্বাদ জানিবে, এখানে সবাই ভালোই আছেন, আশা করি বুবু তুমিও ভালো থাকিবে, সুখে এবং দুঃখে যে সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিবে, কলি জীবের ইহাই কল্যাণকর একমাত্র পথ জানিবে এই ওঁ তৎসৎ ওঁ, জপ করিবে ইহাই আমার আদেশ জানিবে।

মাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎসৎ ওঁ

উভয়ো কুশলমস্তু

আশীর্বাদ

ও মা বুবু তোমার কল্যাণ হইবে, আশীর্বাদ করি তোমার গৃহে বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় তোমরা সবাই ভালোই আছো, শ্রী ভগবানের চরণ কমল স্মরণ করিবে তাহাতে সর্ব রোগ মুক্ত হইয়া সুখী হইবে, ইহাই আমার আদেশ যেন।

মাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎসৎ

ওমা বুবু তোর কল্যাণ হইবে, সুখে দুঃখে ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। কেন না, কলিতে জীবন পদ্মপত্র জলের ন্যায়, এই আছে এই নাই, ইহা জানিয়া ভগবানের নাম স্মরণ, নাম বিনে গতি মুক্তি হয় না, তাইতে নামজপ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

বুবু ঝুপি মীরা তোমরা সবাই আমার আশীর্বাদ জানিবে কখনও এ জীবনে দুঃখ কখন সুখ ইহা শরীর মাত্রে সকলের হইয়া থাকে, তাহা ঝুপি তুমি সহ্য কর এবং দুই চারদিনের জন্য আশ্রমে চলিয়া এসো, আশা করি বাবা মুক্তিনাথের কৃপায় তুমি খুব সত্বর ভালো হইয়া যাইবে, ইহাই আমার আদেশ।

মাধবানন্দ স্বামী

ওঁ তৎসৎ ওঁ

গুরো কৃপাহি কেবলম

শ্রীমতি মা বুবু, আমার আশির্বাদ জানিবে এবং সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে অনেক প্রকারে তোমার কথা শুনাছ তোমায় বলিয়াছে যে তোমার অকল্যাণ হইবে, তাহার জন্য তুমি মনে কিছু ভাবনা করিবে না, তোমার কল্যাণ হইবে, এই আমার আশীর্বাদ ভগবানের চরণে মন রাখিবে উভয়ো কুশলমস্তু।

মাধবানন্দ গিরি

আশ্রমের **মায়াকে লেখা** একটি চিঠি

উভয়ো কুশলমস্তু
মায়া আশীর্বাদ
যেনো ধর্মে মতি রহে তুমার
সোনা পুনা সবই আমার আশীর্বাদ
মায়া তোমার কল্যাণ হইবে
আশ্রম নিবাসী সুভাষকে
আমার আশীর্বাদ দিবে দারোগা
বাবার গৃহে আমার আশীর্বাদ
জানাইবে, বিশ্বনাথ মনোহর
সেজোমা, কাকিমা গৃহে
আমার আশীর্বাদ জানাইবে,
চিত্তরঞ্জন সোনা আর আর কে ভক্ত
কে আশীর্বাদ শক্তি কুমার
কে আশীর্বাদ দিবে

মোহর সিংহ কালু গোপীনাথ করুণা আর সবাইকে আশীর্বাদ।

মাধবানন্দ গিরি

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
শ্রীমতী প্রভা বসু (ঝুপি)
C/o. ৺বিশ্বনাথ বসু
বাবুগঞ্জ,
পোঃ হুগলী

প্রকাশক ঃ—
শ্রীসমর মিত্র
১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪
২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৮